দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 16 JUN 1998
পৃষ্ঠা কলাম

ঢাকা ভার্সিটির সিনেটে সভার বাইরে বিক্ষোভ

প্রধানমন্ত্রীকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান ও বেগম মুজিবের নামে হল নির্মাণের প্রস্তাব

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সিনেট অধিবেশন গতকাল (সোমবার) শুরু হয়েছে। উদ্বোধনী দিনে সিনেট চেয়ারম্যান ও ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর একে আজাদ চৌধুরী তার বার্ষিক অভিভাষণে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসের জন্য অনেকে ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতিকে দায়ী করেন। এরূপ ভাবার সঙ্গত কারণও থাকতে পারে। সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, আর্থ-সামাজিক বৈষম্য, বেকারত্ব এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সহনশীলতার অভাব, দীর্ঘদিন সামরিক শাসনের অধীনে থাকার ফলে গণতান্ত্রিক মানসিকতার অভাব এবং সন্ত্রাসীদের বিচারে দীর্ঘসূত্রতা ও নমনীয়তা সন্ত্রাসের জন্য দায়ী। প্রাচ্যের দর্শনের সঙ্গে মুক্তবাজার অর্থনীতির নৈতিক দ্বন্দ্বও সন্ত্রাসের জন্য কম দায়ী নয়। জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে এ সমস্যার সমাধান প্রয়োজন। সরকার বা বিরোধী দল কারো একার চেষ্টায় সন্ত্রাস দমন সম্ভব নয়। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সকল মহল সন্ত্রাস দমনে আন্তরিক হবেন বলে ভিসি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক সংকট কাটানোর প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে বলেন, ছাত্র ভর্তি হবে কেবল মেধার

১১-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

ঢাকা ভার্সিটি সিনেট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভিত্তিতে, তবে ফিস চার্জ করা হবে অভিভাবকের আয়ের উপর ভিত্তি করে। তিনি বলেন, শিক্ষা ও জ্ঞানের জগতে কালের অগ্রযাত্রায় নতুন নতুন সাফল্য অর্জন করে এগিয়ে চলছে বিশ্ববিদ্যালয়।

গতকাল বিকেল সাড়ে ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সিনেট কক্ষে ভিসি প্রফেসর একে আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে সিনেট অধিবেশন শুরু হয়। কোরআন তেলাওয়াত ও ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ, জাতীয় সংগীত ও শোক প্রস্তাব উত্থাপনের পর ভিসি তার ভাষণ দেন। এর পর ভিসির ভাষণের উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশ নিয়ে সিনেট সদস্যগণ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত রেখে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। প্রফেসর আবদুল মান্নান চৌধুরী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, অন্নদাশংকর রায়, শওকত ওসমান ও মুনীর চৌধুরীকে সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদানের প্রক্রিয়া চলছে। তিনি শেখ ফজিলাতুন্নেসা ও জাহানারা ইমামের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন দু'টি হল নির্মাণের প্রস্তাব করেন। হাবিবুর রহমান খান টিএসসি থেকে ডাসকে উঠিয়ে দেয়ার প্রস্তাব করে বলেন, টিএসসিতে ডাস অবৈধভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি দখল করে আছে। এটি বন্ধ করলে সন্ত্রাস কমবে। প্রফেসর হোসেন মনসুর বলেন; সন্ত্রাস কিংবা সরাসরি রাজনীতির সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জড়িত নন। আলোচনায় অংশ নেন প্রফেসর ম. আক্তারুজ্জামান, আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া, প্রফেসর ইউসুফ হায়দার, বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী খ, ম, জাহাঙ্গীর , সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী, প্রফেসর সাদ উদ্দীন, খালেদা খানম, প্রফেসর সুলতানা শফি প্রমুখ।

দীর্ঘদিন পর এবার প্রায় পুরোপুরি সরকার ও প্রশাসন সমর্থকদের নিয়ে সিনেট সভা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ৮৪ জন সদস্যের মধ্যে গতকাল ৬৬ জন উপস্থিত ছিলেন। সিনেটে এখন সরকারবিরোধী শিবিরের সদস্য আছেন মাত্র ৫ জন শিক্ষক প্রতিনিধি। অধিবেশন চলাকালে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল, ছাত্র ফেডারেশন ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ধিত ছাত্র বেতন ও ফি প্রত্যাহারের দাবীতে অধিবেশন চলাকালে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। তারা অধিবেশন কক্ষের বাইরে অবস্থান এবং মিছিল-সমাবেশ করে। পরে তারা সিনেটের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে।

অধিবেশনে প্রফেসর একে আজাদ চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়ের গত এক বছরের কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন।

সিনেট অধিবেশনে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অধিবেশন আজ বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত মুলতবী করা হয়েছে।